ইত্তেফাক

010

তারিখ ... ৫.১১.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ২০শে পৌষ, ১৩৯১

সাদত কলেজের ঘটনা প্রসঙ্গে

গত ৩০শে ডিসেম্বর করটিয়ার সাদত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা দুর্ভাগ্যজনক বলিলেও কম বলা হয়। প্রকাশ, কলেজে স্নাতক পরীক্ষা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন পরিদর্শক-অধ্যাপক একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী ও ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। পরীক্ষাকেন্দ্রে ফ্রি স্টাইল নকলবাজি চলিতে না দেওয়াই এই হাঙ্গামার কারণ। উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থী ও ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষও তছনছ করে এবং টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কলেজের ১৯৮৩ সালের স্নাতক পর্যায়ের অবশিষ্ট পরীক্ষা স্থগিত এবং পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় আলোচ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজের যাবতীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দেওয়া এবং পরীক্ষা গ্রহণের বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চ্যান্সেলরের নিকট অনুরোধ জানান হয়। আরো দাবী জানান হয় সংশ্লিষ্ট ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের ভূমিকা যাচাই করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলবাজি বহুকাল হইতেই গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। বিশেষতঃ স্বাধীনতার পর ফ্রি স্টাইল নকলবাজি বলিতে গেলে একটা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন, পরীক্ষার্থীদের একটা অংশের মধ্যেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের এই প্রবণতা বিদ্যমান। গত বারো-তেরো বছরে এই প্রবণতা শুধু যে বেপরোয়া ও ব্যাপক হইয়াছে তাহাই নয়, কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শক টিম এবং পরিদর্শক-অধ্যাপকের উপর হামলা পরিচালনার ঘটনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্ভাগ্য ও লজ্জার বিষয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একশ্রেণীর শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিকেও অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলবাজ ছাত্রদের সাহায্য-সহযোগিতায় জোট বাঁধিয়া আগাইয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই ধরনের ঘটনার সহিত জড়িত কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। নকলবাজির বিরুদ্ধেও কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কঠোর ও সক্রিয়। ইহা নিঃসন্দেহে আশার বিষয়। কিন্তু উদ্বেগের সহিত আমরা লক্ষ্য করিতেছি, পরীক্ষাকেন্দ্রে একশ্রেণীর নকলবাজ পরীক্ষার্থীর দৌরাত্ম্য এবং নকল প্রতিরোধকারী শিক্ষক ও পরিদর্শকের উপর হামলা কিছুমাত্র না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। করটিয়া সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে সাম্প্রতিক ঘটনা ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন করে।

আমরা বহুবার বলিয়াছি বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে নকলবাজি এবং নকলবাজদের দৌরাত্ম্যের পিছনে আছে ঔপনিবেশিক আমলের সিলেবাস ও পরীক্ষা-পদ্ধতি। বর্তমানে অনুসৃত সিলেবাস ও পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের লোলুপতা ও তৎপরতা কেবলমাত্র পরিদর্শকের সতর্কতা ও শাসন-ভয় দেখাইয়া সর্বাংশে দূর করা যাইবে না। সেমিস্টার পদ্ধতিই ইহার প্রকৃত জবাব। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে চালু হইলেও সামগ্রিকভাবে উহার প্রয়োগ এখনো বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। আমরা মনে করি অবিলম্বে সেমিস্টার পদ্ধতি গৃহীত ও চালু হওয়া দরকার।

কলেজের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কলেজ-কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট নাজেহাল হইয়াছেন। পরবর্তী পর্যায়ে দুর্বৃত্তদের হাতে কলেজ কর্তৃপক্ষ যাহাতে নিরাপদ থাকিতে পারেন সেইক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, পরীক্ষায় নকলবাজি এবং একশ্রেণীর নকলবাজ পরীক্ষার্থীর শক্তিপ্রয়োগ দেশের শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করিতেছে, শিক্ষার লক্ষ্য ও মাহাত্ম্যকে করিয়া তুলিতেছে হাস্যাস্পদ। এই ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য।